

فضل الإسلام

ইসলামের ফজিলত

ইসলামের ফজিলত

ইমাম মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল ওয়াহ্‌ব

অধ্যায়: ইসলাম গ্রহণ করা ওয়াজিব।

আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

{ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } [1]

“আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।”¹ [আলে-ইমরান : ৮৫] আর আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

{ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ } [2]

“আর এ পথই আমার সরল পথ। কাজেই তোমরা এর অনুসরণ কর এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে।”² [আল-আন‘আম : ১৫৩]

মুজাহিদ বলেন: ‘সুবুল অর্থ: বিদ‘আত ও সন্দেহসমূহ।

‘আয়িশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

{ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد } [3] ،

¹ সূরা আলে ইমরান: আয়াত : ৮৫।

² সূরা আল-আন‘আম : ১৫৩।

“যে ব্যক্তি আমাদের এ দিনের মধ্যে নতুন কিছু আবিষ্কার করল যা তাতে নেই তা প্রত্যাখ্যাত।”^১ অন্য শব্দে রয়েছে:

{ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد } [4].

“যে কেউ এমন কোনো কাজ করবে যার উপরে আমাদের কোনো আদেশ (নির্দেশনা) নেই, তা প্রত্যাখ্যাত হবে।”^২

আর বুখারীর বর্ণনাতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

{ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى - قيل: ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى } [5].

“আমার সকল উম্মাতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করল [সে ব্যতীত]। তারা বলল: কে অস্বীকার করল? তিনি বললেন: যারা আমার অনুসরণ করল তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হল সেই অস্বীকার করল।”^৩

১ বুখারী, সন্ধি (২৫৫০), মুসলিম, ফয়সালাসমূহ (১৭১৮), আবু দাউদ, সুন্নাহ (৪৬০৬), ইবনু মাযাহ, ভূমিকা (১৪), আহমাদ (৬/২৫৬)।

২ বুখারী, সন্ধি (২৫৫০), মুসলিম, ফয়সালাসমূহ (১৭১৮), আবু দাউদ, সুন্নাহ (৪৬০৬), ইবনু মাযাহ, ভূমিকা (১৪), আহমাদ (৬/২৫৬)।

৩ বুখারী, কুরআন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা (৬৮৫১), মুসলিম, ইমারাত (১৮৩৫), আহমাদ (২/৩৬১)।

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে সহীহ গ্রন্থে এসেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

{ أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه } [6]

”আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ তিনজন: যে হারাম শরীফের মধ্যে অন্যায় করে, ইসলামের মধ্যে থেকেও জাহেলী যুগের রীতি-নীতির অন্বেষণ করে এবং ন্যায় সঙ্গত কারণ ছাড়া কোনো মুসলিমের রক্তপাত ঘটাতে চাওয়া।”^১ হাদীসটি বুখারী বর্ণনা করেছেন। এর অন্তর্ভুক্ত হবে সাধারণ ও সুনির্দিষ্ট প্রতিটি জাহেলী কর্মকাণ্ড। অর্থাৎ একজন বাদে অপরজনের ভেতর এমন নয়, হোক সে কিতাবী, অথবা মূর্তিপূজক অথবা তাদের ছাড়া রাসূলগণের আনীত দীনের বিরোধিতাকারী যে কেউ।

বুখারীতে হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত: হে কুরআন পাঠকারী লোকেরা! তোমরা সুদৃঢ় থাকো। তোমরা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছো, যদি তোমরা ডান অথবা বাম দিক গ্রহণ কর, তবে তোমরা অনেক দূরে বিভ্রান্তিতে নিপতিত হবে।

মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াদ্বহ হতে বর্ণিত: তিনি মসজিদে যেয়ে হালাকাসমূহের কাছে দাঁড়িয়ে উপদেশ স্বরূপ বলতেন: আমাদেরকে ইবনু উ'আইনাহ সংবাদ

^১ বুখারী, দিয়্যাত (৬৪৮৮)।

দিয়েছেন মুজালিদ হতে, তিনি শাবী হতে, তিনি মাসরুক হতে, তিনি বলেছেন: আব্দুল্লাহ -অর্থাৎ ইবনু মাস'উদ- বলেছেন: এমন কোনো বছর নেই, যার পরের বছর তার তুলনায় খারাপ নয়। আমি এ কথা বলছি না যে, এক বছর অন্য বছরের তুলনায় উর্বর, এক আমীর অন্য আমীরের তুলনায় ভাল, কিন্তু তোমাদের উত্তম মানুষেরা এবং আলিমগণ চলে যাবে, তারপরে এমন সব দলের আগমণ ঘটবে, যারা তাদের রায় বা বিবেকপ্রসূত সিদ্ধান্তের দ্বারা সকল বিষয়কে পরিমাপ করবে, ফলে তারা ইসলামকে ধ্বংস ও ক্ষতবিক্ষত করবে।

অধ্যায়: ইসলামের ব্যাখ্যা

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

{ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ } [7]

“সুতরাং যদি তারা তোমার সাথে বিতর্ক করে, তবে তুমি বল: আমি আত্মসমর্পন করেছি এবং যারা আমার অনুসরণ করেছে, তারাও।”¹ [আলে ইমরান: আয়াত : ২০]

সহীহ গ্রন্থে ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

{ الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا } [8].

¹ সূরা আলে ইমরান: আয়াত : ২০।

“ইসলাম হচ্ছে: তুমি এ কথার সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো ইলাহ নেই আর মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। আর তুমি সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, রমাধানে সিয়াম পালন করবে, আর বাইতুল্লায় পৌঁছানোর সামর্থ থাকলে তুমি হজ্জ পালন করবে।”¹

এ ব্যাপারে মারফু হিসেবে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

{ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده } [9].

“প্রকৃত মুসলিম হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যার হাত ও মুখ থেকে মুসলিমগণ নিরাপদ থাকে।”²

বাহয ইবনু হাকীম তার দাদার সূত্রে তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন:

{ أن تسلم قلبك لله، وأن تولي وجهك إلى الله، وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وتؤتي الزكاة المفروضة } [10]

“তুমি তোমার অন্তরকে আল্লাহর কাছে সপে দেবে, তুমি তোমার চেহারাকে আল্লাহর দিকে ফিরাবে, ফরয সালাত আদয় করবে এবং নির্ধারিত যাকাত প্রদান করবে।”³ এটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন।

1 মুসলিম, ঈমান (০৮), তিরমিযী, ঈমান (২৬১০), নাসাঈ, ঈমান ও তার প্রশাখাসমূহ (৪৯৯০), আবু দাউদ, আস-সুন্নাহ (৪৬৯৫), ইবনু মাযাহ, ভূমিকা (৬৩), আহমাদ (০১/৫২)

2 তিরমিযী, ঈমান (২৬২৭), নাসাঈ, ঈমান ও তার প্রশাখাসমূহ (৪৯৯৫), আহমাদ (২/৩৭৯)

3 নাসাঈ, যাকাত (২৪৩৬), আহমাদ (৫/৩)।

وعن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة عن رجل من أهل الشام عن أبيه { أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما الإسلام؟ قال: أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك، قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان، قال: وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت } [11].

আবু ক্বিলাবাহ হতে বর্ণিত, তিনি আমার ইবন আবাসা হতে, তিনি শামের অধিবাসী একজন লোক হতে তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন: ইসলাম কি? তখন তিনি বললেন: তুমি তোমার অন্তরকে আল্লাহর জন্য সোপর্দ করবে, এবং মুসলিমগণ তোমার মুখ ও হাত থেকে নিরাপদ থাকবে। তখন তিনি বললেন: ইসলামে কোন জিনিসটি উত্তম? তিনি জবাব দিলেন: ঈমান। তখন তিনি বললেন: ঈমান কি? তিনি বললেন: তুমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখবে, তাঁর ফেরেশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাবসমূহের প্রতি, তাঁর রসূলগণের প্রতি এবং মৃত্যুর পরে পুনরুত্থানের প্রতি।¹

অধ্যায়: আল্লাহর তা‘আলার বাণী: “আর যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন

¹ আহমাদ (৪/১১৪)

অন্বেষণ করবে, তার কাছ থেকে তা কখনোই গৃহিত হবে না।”

আর আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,
তিনি বলেন: আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া
সাল্লাম বলেছেন:

{ تَجِيءُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَجِيءُ الصَّلَاةُ فَتَقُولُ: يَا رَبُّ أَنَا الصَّلَاةُ
فَيَقُولُ: إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ، ثُمَّ يَجِيءُ الصِّيَامُ فَيَقُولُ: إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ، ثُمَّ تَجِيءُ
الْأَعْمَالُ عَلَى ذَلِكَ فَيَقُولُ: إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ، ثُمَّ يَجِيءُ الْإِسْلَامُ فَيَقُولُ: يَا رَبُّ
إِنَّكَ السَّلَامُ وَأَنَا الْإِسْلَامُ فَيَقُولُ: إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ، بِكَ الْيَوْمَ أَخَذْتُ وَبِكَ أُعْطِي
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: }

কিয়ামতের দিন আমলসমূহ আসবে। সুতরাং প্রথমে
সালাত আসবে আর সে বলবে: হে আমার রব! আমি
হলাম সালাত। তখন তিনি বলবেন: “তুমি তো ভালো
অবস্থায়ই আছ।” তারপরে সিয়াম আসবে, তখন তিনি
বলবেন: “তুমি তো ভালো অবস্থায়ই আছ।” তারপরে
অন্যান্য আমলসমূহ আসতে থাকবে, আর তিনি
বলবেন: “তুমি তো ভালো অবস্থায়ই আছ।” এরপরে
ইসলাম আসবে, আর সে বলবে: হে আমার রব! নিশ্চয়
আপনি ‘আস-সালাম’ আর আমি হলাম ইসলাম। তখন
তিনি বলবেন: “তুমি তো ভালো অবস্থায়ই আছ।”
তোমার (প্রতি যত্নবান না হওয়ার) কারণেই আমি
আজকে পাকড়াও করব (শাস্তি দেব) আর তোমার
(প্রতি যত্নবান হওয়ার) কারণেই আমি (নাজাত) দান
করব। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

{ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ } [12]

“আর কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দীন গ্রহণ করতে চাইলে তা কখনো তার পক্ষ থেকে কবুল করা হবে না এবং সে হবে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।”^১ [আলে-ইমরান : ৮৫] এটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন।

সহীহ গ্রন্থে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

{ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ } [13]

“যে কেউ এমন কোনো কাজ করবে যা আমাদের শরী‘আতে নেই তা প্রত্যাখ্যাত হবে।”^২ এটি আহমাদ বর্ণনা করেছেন।

অধ্যায়: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যকে যথেষ্ট ভেবে বাকিসব কিছু বাদ দেওয়া ওয়াজিব।

আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

{ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ } [14]

^১ সূরা আলে ইমরান: আয়াত : ৮৫।

^২ বুখারী, সন্ধি (২৫৫০), মুসলিম, ফয়সালাসমূহ (১৭১৮), আবু দাউদ, সুন্নাহ (৪৬০৬), ইবনু মাযাহ, ভূমিকা (১৪), আহমাদ (৬/২৫৬)।

“আর তোমার উপরে আমি কিতাব নাযিল করেছি, প্রতিটি বিষয়ের সুস্পষ্ট বর্ণনা হিসেবে।”^১ [আন-নাহাল : ৮৯]

নাসাঈ ও অন্যান্য ইমামগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি উমার ইবনুল খাত্তাবের হাতে তাওরাতের একটি পৃষ্ঠা দেখে বললেন:

[15] { لَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسَّعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي }

“আজ যদি মূসা জীবিত থাকতেন, আমার আনুগত্য ছাড়া তারও কোনো গত্যন্তর ছিল না।”^২ তখন উমার বললেন: “আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসেবে এবং মুহাম্মাদকে নবী হিসেবে গ্রহণ করলাম।”

অধ্যায়: ইসলামের দাবী থেকে বের হওয়া বিষয়ে যা কিছু এসেছে

আর আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

[16] { هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا }

“তিনিই তোমাদের নামকরণ করেছেন ‘মুসলিম’ ইতোপূর্বে এবং এই কিতাবেও।”^৩ [আল-হজ্জ: ৭৮।

হারিছ আল-আশ‘আরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

১ সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৮৯।

২ আহমাদ (৩/৩৮৭), দারিমী, ভূমিকা (৪৩৫)

৩ সূরা আল-হজ্জ: আয়াত ৭৮।

{ أمركم بخمس، الله أمرني بهن: السمع، والطاعة، والجهاد، والهجرة، والجماعة، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثي جهنم، فقال رجل: يا رسول الله وإن صلى وصام قال: وإن صلى وصام فادعوا الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله } [17]

আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি যার ব্যাপারে আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন: (আমীরের) কথা শুনা, আনুগত্য করা, জিহাদ, হিজরত ও জামা'আতকে আঁকড়ে ধরা। কেননা, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণও জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে, সে তার গলা থেকে ইসলামের বন্ধন খুলে ফেলে দেবে, যতক্ষণ না সে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। আর যে ব্যক্তি জাহিলী দাবীর দিকে ডাকবে, সে হল জাহান্নামীদের দলভুক্ত। একজন ব্যক্তি তখন বলল: হে রাসূলুল্লাহ! সে যদি সালাত আদায় করে ও সিয়াম পালন করে তবুও? তিনি বললেন: যদিও সে সালাত আদায় করে এবং সিয়াম পালন করে। সুতরাং হে আল্লাহর বান্দাগণ, তোমরা সেই আল্লাহকে আহ্বান কর যিনি তোমাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম ও মুমিন।"¹ হাদীসটি আহমাদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন। আর তিরমিযী তা হাসান সহীহ বলেছেন।

আর সহীহ গ্রন্থে এসেছে,

{ من فارق الجماعة شبرا فميتته جاهلية } [18] وفيه: { أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم }

¹ তিরমিযী, আমছাল বা উপমাসমূহ (২৮৬৩), আহমাদ (৪/১৩০)।

“যে কেউ জামা‘আত থেকে এক বিঘত দূরে সরে যাবে, তার মৃত্যু জাহিলিয়াতের মৃত্যু।” তাতে আরো রয়েছে: “আমি তোমাদের মধ্যে থাকা অবস্থায়ও কী জাহেলিয়াতের রীতি-নীতির দ্বারাই চলবে?”^১ আবুল আব্বাস বলেছেন: বংশ অথবা দেশ অথবা জাতি অথবা মাযহাব অথবা ত্বরীকা থেকে যা কিছু ইসলাম ও কুরআনের আহ্বান হতে বের করে দেয় তা সবই জাহিলিয়াতের নির্দশন। বরং একজন মুহাজির ও আনসার যখন ঝগড়া করছিলেন, তখন মুহাজির বললেন: ওহে মুহাজিরগণ! আর আনসারী বললেন: ওহে আনসারগণ! তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

{أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟}

“আমি তোমাদের মধ্যে থাকা অবস্থায়ও কী জাহেলিয়াতের রীতি-নীতির দ্বারাই চলবে?” আর এ কারণে তিনি প্রচণ্ড রাগ করলেন। এখানেই তার বক্তব্য শেষ।

**অধ্যায়: ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ
করা ও তা ছাড়া সব কিছু পরিত্যাগ করা
ওয়াজিব হওয়া**

আর আল্লাহর বাণী:

^১ বুখারী, ফিতান (৬৬৪৬), মুসলিম, ইমারাত (১৮৪৯), আহমাদ (১/২৯৭), দারিমী, সিয়ার (২৫১৯)।

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً } [19]

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ কর।”^১ [আল-বাক্বারাহ: ২০৮] আর আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

{ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ }

[20]

“তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা ধারণা করে যে, নিশ্চয় তারা ঈমান এনেছে তার ওপর, যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে?”^২ [আন-নিসা, আয়াত: ৬০] আর আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

{ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ }

“সেদিন কিছু মুখ সাদা হবে আর কিছু মুখ কালো হয়ে যাবে।”^৩ [আলে ইমরান : ১০৬] ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আহলুস সুন্নাহ ও ই‘তিলাফকারীদের (তথা পরস্পরে মুহাব্বাতকারীদের) মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে আর আহলুল বিদ‘আহ ও ইখতিলাফকারীদের মুখমণ্ডল কালো হয়ে যাবে।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

^১ সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত: ২০৮।

^২ সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৬০।

^৩ সূরা আলে ইমরান: আয়াত : ১০৬।

{ ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمة علانية كان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل افترقت على اثنتين وسبعين ملة } [22]

“বনী ইসরাঈল যে অবস্থায় উপনীত হয়েছিল, নিঃসন্দেহে আমার উম্মাতও সেই অবস্থার সম্মুখীন হবে, জুতোর একটি যেভাবে আরেকটির মতো হয়। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করে থাকে, তবে আমার উম্মতের মধ্যে হতেও কেউ কেউ তাই করবে। আর বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মত তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে।”¹ হাদীসটির পূর্ণ অংশ হলো তার বাণী:

{ وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا ملة واحدة - قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي } [23]

“এই উম্মত তিহাত্তর দলে বিভক্ত হবে। তাদের সবাই জাহান্নামী হবে শুধু একটি দল ছাড়া। সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! সে দলটি কারা? তিনি বললেন: আমি ও আমার সাহাবীগণ যার উপরে রয়েছে।”² আহ! কতই না অন্তরকে উজ্জীবিত করার মত নসীহত! তিরমিযী এটিকে বর্ণনা করেছেন। আবার তিনি তা আহমাদ ও আবু দাউদে থাকা মু‘আবিয়ার হাদীস থেকেও বর্ণনা করেছেন আর তাতে রয়েছে:

{ إنه سيخرج من أمتي قوم تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله }

¹ তিরমিযী, ঈমান (২৬৪১)।

² তিরমিযী, ঈমান (২৬৪১)।

“নিশ্চয় আমার উম্মাতের মধ্য হতে অচিরেই এমন একটি সম্প্রদায় আসবে, যাদের মধ্যে উক্ত প্রবৃত্তি এমনভাবে প্রবাহিত হবে, যেভাবে জলাতঙ্ক রোগ তার রোগীর মধ্যে প্রবাহিত হয় আর তাতে এমন কোনো শিরা-উপশিরা বাকী থাকবে না, যেখানে তা প্রবেশ করবে না।” আর তার বাণী: “ইসলামের মধ্যে থেকেও জাহেলী যুগের রীতি-নীতির অন্ত্রেষণকারী” গত হয়েছে।

অধ্যায়: বিদ'আত কবীরা গুনাহ হতেও বেশী মারাত্মক, এ প্রসঙ্গে যা বর্ণিত হয়েছে

যেহেতু আল্লাহ তা'আলা বলেছেন:

{ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ } [24]

“নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে কৃত শিরককে ক্ষমা করবেন না, আর এছাড়া সকল কিছুই যাকে ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে দিবেন।”¹ [আন-নিসা : ৪৮] আল্লাহ তা'আলার বাণী:

{ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ وَمَنْ أَوْزَارَ الَّذِينَ يُضِلُّوهُمْ }
بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ أَلَا سَاءَ مَا يَزُرُونَ } [25]

“ফলে কিয়ামতের দিন তারা বহন করবে তাদের পাপের বোঝা পূর্ণ মাত্রায় এবং তাদেরও পাপের বোঝা যাদেরকে তারা অজ্ঞতাবশত বিভ্রান্ত করেছে। দেখ! তারা যা বহন করবে তা কতই না নিকৃষ্ট!”² [আন-নাহল : ২৫]

¹ সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪৮।

² সূরা আন-নাহল, আয়াত: ২৫।

সহীহ গ্রন্থে রয়েছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খারিজীদের ব্যাপারে বলেছেন:

{ أَيْنَمَا لَقَيْتُمُوهُمْ فَاَقْتُلُوهُمْ } [26].

“তোমরা যেখানেই তাদেরকে দেখবে, তাদেরকে হত্যা করবে।”¹

তাতে রয়েছে: তিনি জালিম শাসকদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন যতক্ষণ তারা সালাত আদায় করবে।

জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি একবার দান করল, তারপরে লোকেরা অনুসরণ করল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

{ من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء } [27]

“যে ব্যক্তি ইসলামে ভালো রীতি চালু করবে, সে তার নিজের এবং ঐ সমস্ত লোকের সওয়াব পাবে, যারা তার পর তার উপর আমল করবে। তাদের সওয়াবের কিছু পরিমাণও কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতির প্রচলন করবে, তার উপর তার নিজের এবং ঐ লোকদের গোনাহ বর্তাবে, যারা তার পর তার

¹ বুখারী, মানাক্বিব (৩৪১৫), মুসলিম, যাকাত (১০৬৬), নাসাঈ, রক্ত হারাম হওয়া (৪১০২), আবু দাউদ, সুন্নাহ (৪৭৬৭) ও আহমাদ (১/১৩১)।

উপর আমল করবে। তাদের গোনাহর কিছু পরিমাণও কম করা হবে না।”^১ মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন।

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে মুসলিমের বর্ণনাতে আরো রয়েছে, যার বর্ণিত শব্দ:

{من دعا إلى هدى - ثم قال - من دعا إلى ضلالة} [28].

“যে ব্যক্তি কোনো হিদায়াতের দিকে আহ্বান করবে, - এরপরে তিনি বলেছেন- যে ব্যক্তি কোনো ভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান করবে।”^২

অধ্যায়: আল্লাহ বিদ‘আতী ব্যক্তির ওপর তাওবার সুযোগকে বন্ধ করে রেখেছেন।

এই হাদীসটি আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, যা হাসান বসরীর মুরসালসমূহের একটি।

ইবনু ওয়াদ্দাহ আইয়ুব হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন: আমাদের কাছে একজন লোক ছিল, যে একটি [বিভ্রান্ত] মত পোষণ করত, এরপরে সে তা ত্যাগ করে। তখন আমি মুহাম্মাদ ইবন সীরিনের কাছে জিজ্ঞাসা করলাম: আপনি কি মনে করেন যে, সে তার মতামত পরিত্যাগ করেছে? তিনি বললেন: আমি কী দেখব? নিশ্চয় তাদের ওপর হাদীসের শেষ অংশ প্রথম অংশের চেয়ে বেশী কঠিন।

১ মুসলিম, যাকাত (১০১৭), তিরমিযী, ইলম (২৬৭৫), নাসাই, যাকাত (২৫৫৪), ইবনু মাযাহ, ভূমিকা (২০৩), আহমাদ (৪/৩৫৯), দারিমী, ভূমিকা (৫১৪)।

২ মুসলিম, ইলম (২৬৭৪), তিরমিযী, ইলম (২৬৭৪), আবু দাউদ, সুন্নাহ (৪৬০৯), আহমাদ (২/৩৯৭), দারিমী, ভূমিকা (৫১৩)।

{ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ! ثُمَّ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ } [29]

“তারা ইসলাম হতে বের হয়ে যাবে, তারপরে আর কখনো ফিরে আসবে না।”^১ আহমাদ ইবন হাম্বালকে তার অর্থ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। তিনি বললেন: তাওবাহর তাওফীক দেওয়া হবে না।

অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: “হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা কেন ইবরাহীমের ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হও।”

আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

{ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ } [30]

“হে আহলে কিতাবীগণ! তোমরা কেন ইবরাহীমের ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হও।”^২ [আলে ইমরান : 65] তাঁর এ বাণী পর্যন্ত:

{ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ } [31]

“আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।”^৩ [আলে ইমরান : 67] এবং আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

{ وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي

الدُّنْيَا ۚ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ } [32]

“আর নির্বোধ ছাড়া ইবরাহীমের মিল্লাত হতে আর কে বিমুখ হবে? দুনিয়াতে তাকে আমরা মনোনীত

১ বুখারী, তাওহীদ (৬৯৯৫), মুসলিম, যাকাত (১০৬৪), নাসাঈ, যাকাত (২৫৭৮), আবু দাউদ, আস-সুন্নাহ (৪৭৬৪), আহমাদ, (৩/৬৮)

২ সূরা আলে ইমরান: আয়াত : ৬৫।

৩ সূরা আলে ইমরান: আয়াত : ৬৭।

করেছি; আর আখেরাতেও সে অবশ্যই সৎ কর্মশীলদের অন্যতম।”^১ [আল-বাকারাহ : ১৩০] তাতে রয়েছে খারেজীদের হাদীস যা ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে, সেখানে আছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

{ آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء إنما أوليائي المتقون } [33]

“অমুকের পিতার বংশধরেরা আমার বন্ধু নয়, আমার বন্ধু তো শুধু মুত্তাকীগণ!”^২ তাতে আরো বর্ণিত হয়েছে আনাস হতে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উল্লেখ করা হল যে, তার কতিপয় সাহাবী বলেছে: আর আমি কখনো গোশত খাব না। অন্য একজন বলেছে: আমি সারারাত্রি সালাতে দাঁড়িয়ে থাকবো আর ঘুমাবো না। আরেকজন বলেছে: আমি সিয়াম পালন করব কখনো তা ভঙ্গ করবো না। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:

{ لكنني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني } [34]

“কিন্তু আমি সালাতে দাঁড়াই আবার ঘুমাই। আমি সিয়াম পালন করি এবং তা ভঙ্গও করি এবং আমি নারীদেরকে বিবাহ করি আর আমি গোশতও খাই। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে আমার (উম্মত)

^১ সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৩০।

^২ বুখারী, আদাব (শিষ্টাচার) (৫৬৪৪), মুসলিম, ঈমান (২১৫), আহমাদ (৪/২০৩)।

থেকে নয়।”^১ সুতরাং গভীরভাবে চিন্তা করো, যখন কতিপয় সাহাবী আল্লাহর প্রতি ইবাদতের আগ্রহের উদ্দেশ্যে এরকম শক্ত কথা বলেছিলেন, তখন তাদের এই কর্মকে সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া হিসেবে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাহলে এইগুলো ছাড়া অন্যান্য যত বিদআত রয়েছে, সেগুলো সম্পর্কে তোমার ধারণা কি হতে পারে? আর সাহাবী ছাড়া অন্যান্যদের ব্যাপারেই বা তোমার কি ধারণা হওয়া উচিত?

অধ্যায়: আল্লাহ তা‘আলার বাণী: “অতএব তুমি একনিষ্ঠ হয়ে দীনের জন্য নিজকে প্রতিষ্ঠিত রাখ।”

আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

{ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۖ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ } [35]

“অতএব তুমি একনিষ্ঠ হয়ে দীনের জন্য নিজকে প্রতিষ্ঠিত রাখ। আল্লাহর প্রকৃতি, যে প্রকৃতির উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই প্রতিষ্ঠিত দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।”^২ [সূরা আর-রুম : ৩০]

আর আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

^১ বুখারী, বিবাহ (৪৭৭৬), মুসলিম, বিবাহ (১৪০১), নাসাঈ, বিবাহ (৩২১৭), আহমাদ (৩/২৮৫)।

^২ সূরা আর-রুম, আয়াত: ৩০।

{ وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ } [36]

“আর ইবরাহীম ও ইয়া’কুব তাদের পুত্রদেরকে এরই নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, ‘হে পুত্রগণ ! আল্লাহ্‌ই তোমাদের জন্য এ দীনকে মনোনীত করেছেন। কাজেই আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে তোমরা মারা যেও না।”^১ আল-বাকারাহ: ১৩২। এবং তাঁর বাণী:

{ تَمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ } [37]

“তারপর আমরা তোমার প্রতি অহী নাযিল করলাম যে, ‘তুমি একনিষ্ঠ ইবরাহীমের মিল্লাত (আদর্শ) অনুসরণ কর এবং সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।”^২ (আন-নাহল: ১২৩)

“ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

{ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ وَلاةً مِنَ النَّبِيِّينَ وَأَنَا وَلِيُّ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَخَلِيلُ رَبِّي } [38]

“প্রত্যেক নবীরই নবীগণের মধ্য হতে কিছু সংখ্যক বন্ধু রয়েছে। আর আমার বন্ধু হচ্ছেন আমার পিতা ও আমার রবের খলীল বা ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইবরাহীম আলাইহিস সালাম।^৩ তারপর তিনি তিলাওয়াত করেন:

১ সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৩২।

২ সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১২৩।

৩ তিরমিযী, তাফসীরুল কুরআন (২৯৯৫), আহমাদ (১/৪৩০)।

{ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۗ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ } [39]

“নিশ্চয় মানুষের মধ্যে তারাই ইবরাহীমের ঘনিষ্ঠতম, যারা তার অনুসরণ করেছে এবং এ নবী ও যারা ঈমান এনেছে; আর আল্লাহ্ মুমিনদের অভিভাবক।”^১ [আলে-ইমরান : ৬৮] এটি তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

আর আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

{ إِنْ اللَّهُ لَا يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَامِكُمْ وَلَا إِلَى أَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ } [40].

“নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা তোমাদের দেহ এবং তোমাদের আকৃতি দেখেন না; বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমলসমূহ দেখেন।”^২

(বুখারী ও মুসলিমে) ইবন মাসউদ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

{ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَلَيُرفَعَنَّ إِلَيَّ رِجَالُ مَنْ أَمَتِي حَتَّى إِذَا أَهْوَيْتَ لِأَنَّاوَلَهُمْ أَحْبَبُوا دُونِي فَأَقُولُ: أَيُّ رَبِّ أَصْحَابِي فَيَقَالُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ } [41].

“আমি তোমাদের আগেই হাউযের কাছে গিয়ে পৌঁছব। তখন আমার উম্মাতের মধ্য হতে কতিপয় লোককে

^১ সূরা আলে ইমরান: আয়াত : ৬৮।

^২ মুসলিম, পরিচ্ছেদ: সদাচারণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক ও শিষ্টাচার (২৫৬৪)।

অবশ্যই আমার সামনে পেশ করা হবে। আর যখনই আমি তাদেরকে পানি পরিবেশনের জন্য অগ্রসর হবো, তখন তাদেরকে আমার সামনে থেকে পর্দার মাধ্যমে পৃথক করে নেওয়া হবে। তখন আমি বলবো: হে আমার রব! এরা তো আমার উম্মাত। তখন বলা হবে: তোমার পরে এরা কি ধরণের নতুন কাজের উদ্ভাবন করেছিল, তা তুমি জানো না।”¹

(বুখারী ও মুসলিমে) আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

{ وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإخواني هم الذين لم يأتوا بعد، قالوا: فكيف تعرف من لم يأت بعد من أمئك؟ قال: رأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى قال: فإنهم يأتون غر محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض، ألا ليزادن رجال يوم القيامة عن حوضي كما يزداد البعير الضال أناديهم ألا هلم فيقال: إنهم قد بدلوا بعدك فأقول: سحقا سحقا } [42].

“আমি আশা পোষণ করি, যদি আমাদের ভাইদেরকে দেখতে পেতাম! সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি বললেন: তোমরা হচ্ছ আমার সাহাবী। আর যারা এখনো আগমন করেনি, তারাই আমার ভাই। তখন তারা বললেন: আপনার উম্মাতের মধ্যে যারা এখনো আগমন করেনি,

¹ বুখারী, আল-ফিতান (৬৬৪২), মুসলিম, আল-ফাযায়েল (২২৯৭), ইবনু মাযাহ, আল-মানাসিক (৩০৫৭), আহমাদ (৫/৩৯৩)।

তাদেরকে আপনি কিভাবে চিনবেন? তিনি বললেন: “তোমরা কি লক্ষ্য করেছো যে, যদি কোন ব্যক্তির এমন কোন ঘোড়া থাকে যার কপাল সাদা (উজ্জ্বল) রঙের চিহ্ন বিশিষ্ট হয়, আর সেটি যদি ঘোর কালো বর্ণের ঘোড়ার মধ্যে মিশে যায়, তবে সে কি তার ঘোড়াকে চিনে নিতে পারবে না? তাঁরা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন: সেদিন আমার উম্মাতেরা এমন অবস্থায় আসবে যে, অযুর কারণে তাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল হবে। আর হাউষের নিকটে আমি তাদের আগেই পৌঁছে যাব। জেনে রাখ, সেদিন কিছু সংখ্যক লোককে আমার হাউষ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে, যেমনিভাবে পথহারা উটকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। আমি তাদেরকে আহ্বান করবো: এসো, এসো। তখন বলা হবে: “এরা আপনার পরে (দীনকে) পরিবর্তন করে ফেলেছিল। তখন আমি বলব: “দূর হও, দূর হও।”¹

আর বুখারীতে রয়েছে:

{ بينما أنا قائم إذا زمرة، حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم فقال: لهم فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله. قلت: وما شأنهم؟ قال: إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري ثم إذا زمرة - فذكر مثله - قال: فلا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم } [43].

“এক সময় আমি (হাশরের মাঠে) দাঁড়িয়ে থাকব। তখন হঠাৎ একটি দল দেখতে পাব এবং আমি যখন

¹ বুখারী, বর্গাচাষ (২২৩৮), মুসলিম, পবিত্রতা (২৪৯), নাসাই, পবিত্রতা (১৫০), আবু দাউদ, জানাযা (৩২৩৭), ইবনু মাযাহ, যুহদ (৪৩০৬), আহমাদ (২/৩০০), মালিক, পবিত্রতা (৬০)।

তাদেরকে চিনতে পারব। তখন আমার ও তাদের মধ্য থেকে একটি লোক বেরিয়ে বলবে: আপনি আসুন। আমি বলব: কোথায়? সে বলবে: আল্লাহর কসম! (জাহান্নামের) আগুনের দিকে। আমি বলব: তাদের কী অবস্থা? সে বলবে: নিশ্চয় এরা আপনার মৃত্যুর পর দীন থেকে পেছনে সরে গিয়েছিল। এরপর আরেকটি দল দেখতে পাব। -তিনি অনুরূপ কথপোকথন উল্লেখ করেছেন- তিনি বলেছেন: আমি মনে করি না যে, অতি নগণ্য সংখ্যক ব্যক্তি ছাড়া তাদের কেউ মুক্তি পাবে।”¹

(বুখারী ও মুসলিমে) ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হাদীস হতে বর্ণিত:

{ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: } وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۖ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ { [44] }
“তখন আমি তাই বলব, যা সংকর্মশীল ব্যক্তি (ঈসা) বলেছেন: ‘এবং আমি যতদিন তাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন আমি ছিলাম তাদের কাজকর্মের সাক্ষী; কিন্তু যখন আপনি আমাকে তুলে নিলেন, তখন আপনিই তো ছিলেন তাদের কাজকর্মের পর্যবেক্ষক এবং আপনিই সকল বিষয়ে সাক্ষী।”² (আল-মায়িদাহ: ১১৭)

বুখারী ও মুসলিমে তার থেকে মারফু হিসেবে বর্ণিত,
{ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يِمَجْسَانِهِ }
কما تَنْتَجِ الْبَهِيمَةُ بِبَهِيمَةٍ جَمْعَاءَ هَلْ تَحْسُونُ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ حَتَّى تَكُونُوا
أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا { [45] }

¹ বুখারী, আর-রিকাক (৬২১৫)।

² সূরা আল-মায়িদাহ, আয়াত: ১১৭।

“সকল মানব শিশুরই ফিতরাত (ইসলাম) -এর উপর জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার পিতা ও মাতা তাকে ইয়াহুদী বা খৃস্টান বা অগ্নি উপাসক বানায়। যেমন পশু পূর্ণ বাচ্চার জন্ম দেয়। তোমরা কি তার মধ্যে কোনো (কানকাটা) ত্রুটি দেখতে পাও? যতক্ষণ না তোমরা (তার কান কেটে) তাকে ত্রুটিযুক্ত করে ফেল।”^১

অতঃপর আবু হুরায়রা তিলাওয়াত করলেন:

{ فُطِرَتِ اللّٰهُ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا } [46]

“আল্লাহর ফিতরাত, যার উপরে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।”^২ [আর-রুম : ৩০] মুত্তাফাকুন আলাইহি
হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

{ كان الناس يسألون رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الخير وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر ف جاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ نعم وفيه دخن، قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستننون بغير سنتي ويهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت: يا رسول الله صفهم لنا قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا - قلت: يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت: وإن لم يكن جماعة ولا إمام؟ قال:

১ বুখারী, জানাযা (১২৯২), মুসলিম, কদর (তাকদীর) (২৬৫৮), তিরমিযী, কদর (২১৩৮), আবু দাউদ, আস-সুন্নাহ (৪৭১৪), আহমাদ (২/৩১৫), মালিক, জানাযা (৫৬৯)।

২ সূরা আর-রুম, আয়াত: ৩০।

فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت
وأنت على ذلك} [47]

“মানুষেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতো, আর আমি তাকে অকল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতাম; এই ভয়ে যেন তা আমাকে পেয়ে না বসে। আর তাই আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমরা অকল্যাণ ও জাহেলিয়াতের মধ্যে ছিলাম। এরপর আল্লাহ তা‘আলা আমাদের কাছে এই কল্যাণকে নিয়ে এসেছেন। আর তাই এই কল্যাণের পরে কোন অকল্যাণ আছে কিনা? তিনি বললেন: হ্যাঁ, তখন আমি বললাম: ঐ অকল্যাণের পরে কোন কল্যাণ আছে কিনা? তিনি বললেন: হ্যাঁ, তবে তার মধ্যে ধূম্রজাল মিশ্রিত থাকবে। আমি বললাম: সেই ধূম্রজাল কী? তিনি বললেন: এমন একটি সম্প্রদায় যারা আমার সুন্নাতকে ছেড়ে অন্য সুন্নাতকে গ্রহণ করবে এবং আমার পথ ছাড়া অন্য পথে চলবে, তাদের মধ্যে তুমি যেমন ভালো কিছু পাবে অনুরূপ মন্দ কিছুও পাবে। আমি বললাম: উক্ত কল্যাণের পরে আর কোন অকল্যাণ আছে কি? তিনি বললেন: হ্যাঁ, এমন একটি অন্ধ ফিতনা এবং জাহান্নামের দরজাসমূহের দিকে আহ্বানকারী সম্প্রদায়, যারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে তারা সেখানে (জাহান্নামে) পৌঁছে যাবে। আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! তাদের বৈশিষ্ট্য আমাদেরকে বলে দিন। তিনি বললেন: তারা এমন এক সম্প্রদায়, যারা আমাদের চামড়ারই হবে এবং আমাদের ভাষাতেই কথা বলবে।

আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে কি আদেশ করবেন, যদি আমি ঐ যামানা পেয়ে যাই? তিনি বললেন: মুসলিমদের একক জামা'আতকে আঁকড়ে ধরবে এবং তাদের ইমামকেও। আমি বললাম: যদি তাদের কোনো জামা'আত অথবা ইমাম না থাকে? তিনি বললেন: তাহলে উক্ত ছোট ছোট সকল দল-উপদলকে তুমি ছুড়ে ফেলে দিবে। যদিও তোমাকে গাছের শিকড় কামড়ে ধরে থাকতে হয়, আর তুমি ঐ অবস্থাতেই থাকবে, যতক্ষণ না তোমার কাছে মৃত্যু এসে যায়।”^১ বুখারী ও মুসলিম এটিকে বর্ণনা করেছেন আর মুসলিম আরও বৃদ্ধি করেছেন:

{ثم ماذا؟ قال: يخرج الدجال معه نهر ونار فمن وقع في ناره وجب أجره
قلت ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعة} [48]

“তারপরে কী হবে? তিনি বললেন: দাজ্জাল বের হবে, তার সাথে থাকবে একটি নদী এবং আগুন। যে ব্যক্তি তার আগুনে পতিত হবে, তার জন্য পুরস্কার নির্ধারিত হয়ে যাবে। আমি বললাম: তারপরে কী হবে? তিনি বললেন: কিয়ামত কায়েম হবে।”^২ আবুল আলিয়া বলেন: তোমরা ইসলাম শিক্ষা করতে থাকো। যখন তোমরা তা শিক্ষা করবে, তখন তার থেকে কখনো মুখ

^১ বুখারী, মানাকিব (৩৪১১), মুসলিম, ইমারাত (১৮৪৭), আবু দাউদ, আল-ফিতান ওয়াল মালাহিম [ফিতনা ও মহাযুদ্ধ] (৪২৪৪), ইবনু মাযাহ, আল-ফিতান (৩৯৭৯), আহমাদ (৫/৩৮৭)।

^২ বুখারী, মানাকিব (৩৪১১), মুসলিম, ইমারাত (১৮৪৭), আবু দাউদ, আল-ফিতান ওয়াল মালাহিম [ফিতনা ও মহাযুদ্ধ] (৪২৪৪), ইবনু মাযাহ, আল-ফিতান (৩৯৭৯), আহমাদ (৫/৪০৪)।

ফিরিয়ে নেবে না। আর তোমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে সিরাতুল মুস্তাকিম আঁকড়ে ধরা; কেননা সেটাই হচ্ছে ইসলাম। এবং এই সিরাত (পথ) থেকে তোমরা ডানে-বাঁয়ে কখনো নড়াচড়া করো না। আর তোমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে: তোমাদের নবীর সূন্নাতকে আঁকড়ে ধরা, আর এই সমস্ত প্রবৃত্তির অনুসরণকে এড়িয়ে চলা। আবুল আলিয়ার কথা শেষ হল..।

আবুল আলিয়ার এই কথার মধ্যে চিন্তা করো যে, কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং তিনি তাঁর যামানার সম্পর্কে কতটা অবগত ছিলেন যে, সেই যুগেই এমন প্রবৃত্তি থেকে সতর্ক করছেন, যে কেউ তার অনুসরণ করবে সে ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। আরো চিন্তা কর সূন্নাহ দ্বারা ইসলামের ব্যাখ্যা করার ভেতর এবং বিশিষ্ট তাবিঈন এবং তাদের আলেমগণের কিতাব ও সূন্নাহ থেকে বের হয়ে যাওয়ার তাঁর ভয়ের ওপর, যা তোমার কাছে আল্লাহ তা‘আলার এই বাণীর অর্থ স্পষ্ট করবে:

{ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ } [49]

“যখন তার রব তাকে বলেছিল তুমি আত্মসমর্পণ করো।”^১ (আল-বাকারাহ: ১৩১)। এবং আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

{ وَوَصَّي بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ } [50]

১ সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৩১।

“আর ইবরাহীম ও ইয়া’কুব তাদের পুত্রদেরকে এরই নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন, ‘হে পুত্রগণ ! আল্লাহ্‌ই তোমাদের জন্য এ দীনকে মনোনীত করেছেন। কাজেই আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে তোমরা মারা যেও না।”^১ [আল-বাকারাহ, ১৩২। আর আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

{ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ } [51]

“আর যে নিজেকে নির্বোধ করেছে সে ছাড়া ইবরাহীমের মিল্লাত হতে আর কে বিমুখ হবে!”^২ [আল-বাকারাহ : ১৩০] আর এ সকল বড় বড় মূলনীতি, যা কি না অন্যান্য মূলনীতিসমূহের মূল, তা হতে মানুষেরা গাফিলতির মধ্যে রয়েছে। আর এ গুলো জানার মাধ্যমেই এসব হাদীস ও এ জাতীয় অন্যান্য হাদীসের অর্থ সুস্পষ্ট হবে। আর যে মানুষ এগুলো বা অনুরূপ কিছু পড়ে, আর সে নিশ্চিত ধারণা করে যে, এগুলো তাকে স্পর্শ করবে না। আর সে তা এমন কণ্টকের জন্য প্রযোজ্য মনে করে, যারা আল্লাহর কৌশল থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করেছে। অথচ আল্লাহর কৌশল থেকে ক্ষতিগ্রস্তরা ছাড়া কেউই নিরাপদ বোধ করে না।

আর ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

^১ সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৩২।

^২ সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৩০।

{ خط لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা একটি সরল রেখা টানলেন এবং বললেন: এটা আল্লাহর পথ। এরপর তিনি এ রেখার ডানে ও বামে আরো অনেকগুলি রেখা টানলেন আর বললেন: এগুলো হচ্ছে এমন পথ, যার প্রতিটি পথের উপর শয়তান রয়েছে। আর তারা উক্ত পথের দিকে আহ্বান করতে থাকে, এরপরে তিনি পড়লেন:

{ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ } [52]

“আর এ পথই আমার সরল পথ। কাজেই তোমরা এর অনুসরণ কর এবং বিভিন্ন পথ অনুসরণ করবে না, করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে।”^১ [আল-আন‘আম : ১৫৩] এটি আহমাদ ও নাসাই বর্ণনা করেছেন।

অধ্যায়: ইসলামের অপরিচিত হওয়া ও অপরিচিত অনুসারীদের মর্যাদা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে

আর আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

{ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ } [53]

^১ সূরা আল-আন‘আম : ১৫৩।

“অতএব তোমাদের পূর্বের প্রজন্মসমূহের মধ্যে এমন প্রজ্ঞাবান কেন হয়নি, যারা যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টি থেকে নিষেধ করত? অল্প সংখ্যক ছাড়া, যাদেরকে আমরা তাদের মধ্যে নাজাত দিয়েছিলাম।”^১ [হূদ: আয়াত: ১১৬]। আবু হুরায়রাহ থেকে মারফু হিসেবে বর্ণিত,

{ بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء } [54]

“ইসলাম অপরিচিত অবস্থাতে শুরু হয়েছে, আর অচিরেই তা অপরিচিত হয়ে যাবে, যেভাবে তা শুরু হয়েছিল। সুতরাং অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ।”^২ হাদীসটি মুসলিম বর্ণনা করেছেন। আর আহমাদ বর্ণনা করেছেন ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহর ‘আনহুরর সূত্রে, তাতে বর্ণিত হয়েছে:

{ من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل والذين يصلحون إذا فسد الناس } [55].

“অপরিচিত কারা? তিনি বললেন: বিভিন্ন গোত্র হতে আগত এমন ব্যক্তির, মানুষেরা সুন্নাহকে যখন ধংস করে ফেলবে, তখন তারা ইসলামের কাজ করবে।”^৩

তিরমিযী কাছীর ইবন আব্দুল্লাহ হতে, তিনি তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে:

{ فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي } [56].

^১ সূরা হূদ, আয়াত: ১১৬।

^২ মুসলিম, ঈমান (১৪৫), ইবন মাযাহ, আল-ফিতান (৩৯৮৬), আহমাদ (২/৩৮৯)।

^৩ আহমাদ (৪/৭৪)

“অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ, যারা সুন্নাতকে মানুষ ধংস করে ফেলার পরে ইসলাহের কাজে নিয়োজিত থাকবে।”^১

এবং আবু উমাইয়াহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: আমি আবু ছালাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই আয়াতের ব্যাখ্যাতে আপনি কী বলবেন:

{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ }

[57]

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদের নিজেরদেরকে রক্ষা করো। যদি তোমরা হিদায়াতের ওপর থাকো তবে যে গোমরাহ হলো সে তোমাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।”^২ (আল-মায়িদাহ: ১০৫) তিনি বললেন: আল্লাহর কসম! অবশ্যই তুমি এ ব্যাপারে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই জিজ্ঞাসা করেছ,

{ سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: بل اتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعًا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفesk، ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم قلنا: منا أم منهم؟ قال: بل منكم }

[58] “এ আয়াত সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বলেছেন: তোমরা একে অপরকে সঠিক কাজের আদেশ দাও এবং একে অপরকে অন্যায় থেকে বিরত

^১ তিরমিযী, ঈমান (২৬৩০)।

^২ সূরা আল-মায়েদা, আয়াত ১০৫।

রাখো। এমনকি যখন দেখবে যে, কৃপণতার আনুগত্য করা হচ্ছে, কুপ্রবৃত্তিকে অনুসরণ করা হচ্ছে ও পার্শ্ববর্তী জীবনকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে এবং প্রত্যেকে নিজের মতকেই প্রাধান্য দিচ্ছে। তখন তুমি নিজের ব্যাপারে যত্নবান হও এবং জনসাধারণকে পরিত্যাগ করো। কেননা তোমাদের সামনে অচিরেই এমন কঠিন সময় আসবে, যখন ধৈর্য ধারণকারী জ্বলন্ত আগুনকে মুষ্টিতে ধারণকারীর ন্যায় হবে। এ সময় (সুন্নাহ মোতাবেক) কাজ সম্পাদনকারীকে তোমাদের পঞ্চাশজনের সমান পুরস্কার দেওয়া হবে। আমরা জিজ্ঞাসা করলাম: আমাদের নাকি তাদের? তিনি বললেন: বরং তোমাদের মধ্যকার (পঞ্চাশজনের সমান সওয়াব দেয়া হবে)।”^১ এটি আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

তার (উক্ত হাদীসের) অর্থ ইবন ‘উমারের হাদীস হতে ইবন ওয়াদাহ বর্ণনা করেছেন, যার শব্দ নিম্নরূপ:

{ إن من بعدكم أياما للصابر فيها المتمسك بدينه مثل ما أنتم عليه اليوم، له أجر خمسين منكم } [59]

“নিশ্চয় তোমাদের পরে এমন সময় আসবে, যখন স্থায়ী দীনকে আঁকড়ে ধরে থাকা ধৈর্যশীল ব্যক্তির উদাহরণ এমন হবে, যার উপরে আজকে তোমরা অবস্থান করছো। তার জন্য রয়েছে তোমাদের পঞ্চাশজনের

^১ তিরমিযী, তাফসীরুল কুরআন (৩০৫৮), ইবনু মাযাহ, আল-ফিতান (৪০১৪)।

সমপরিমাণ পুরস্কার।”^১ এরপরে তিনি বলেন: আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন মুহাম্মাদ ইবন সাঈদ, তিনি বলেন: আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন আসাদ, (তিনি বলেন) সুফিয়ান ইবন উয়ায়না বলেছেন বাসরী হতে, তিনি হাসান বাসরীর ভাই সাঈদ হতে, তিনি মারফু হিসেবে বর্ণনা করে বলেছেন:

{ إنكم اليوم على بينة من ربكم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، ولم يظهر فيكم السكرتان: سكرة الجهل، وسكرة حب العيش، وستحولون عن ذلك، فالتمسك يومئذ بالكتاب والسنة له أجر خمسين، قيل: منهم؟ قال: بل منكم }

“নিশ্চয়ই তোমরা আজকে তোমাদের রবের পক্ষ হতে এক সুস্পষ্ট প্রমাণের উপরে রয়েছো। তোমরা সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করছো আর আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করছো। আর তোমাদের মধ্যে দুটি বিপদ এখনো আপতিত হয়নি: অজ্ঞতার বিপদ এবং দুনিয়াকে ভালোবাসার বিপদ। তবে অচিরেই তোমরা তা থেকে পরিবর্তন হয়ে যাবে। সেদিন কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে থাকা ব্যক্তির জন্য পঞ্চাশ জনের সমান পুরস্কার রয়েছে। বলা হল: তাদের মধ্য হতে? তিনি বললেন: বরং তোমাদের মধ্য হতে।” মা‘আফিরীর সনদে এটি আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

^১ তিরমিযী, তাফসীরুল কুরআন (৩০৫৮), ইবনু মাযাহ, আল-ফিতান (৪০১৪)।

{ طوبى للغرباء، الذين يتمسكون بالكتاب حين يترك، ويعملون بالسنة حين تطفأ } [60].

“অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ, যারা কিতাবকে যখন পরিত্যাগ করা হবে, তখন তারা আঁকড়ে ধরবে, আর যখন সুন্নাহ নিভে যাবে, তখন সুন্নাহ মোতাবেক আমল করবে।”¹

অধ্যায়: বিদ'আত হতে সতর্ককরণ

ইরবাদ ইবন সারিয়াহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

{ وعظنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- موعظة بليغة، قلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال: أوصيكم بتقوى الله -عز وجل- والسمع والطاعة، وإن أمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة } [61]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা আমাদেরকে অতি উত্তম ভাষায় উপদেশ দিলেন। আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! মনে হচ্ছে এটি আপনার বিদায়ী ভাষণ। সুতরাং আপনি আমাদেরকে উপদেশ দিন। তিনি বললেন: “আমি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে, শ্রবণ করা ও আনুগত্য করার ব্যাপারে, যদিও তোমাদের উপরে একজন ক্রীতদাসকে আমীর বানানো হয়। আমার পরে তোমাদের মধ্য হতে যে বেঁচে থাকবে, সে অচিরেই অসংখ্য মতানৈক্য দেখতে পাবে। তখন

¹ আহমাদ (২/২২২)।

তোমাদের উপরে আবশ্যক হবে আমার সুন্নাহ ও হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাহ পালন করা। আর তোমরা তা দাঁত দিয়ে শক্তভাবে কামড়ে ধরবে। অবশ্যই তোমরা নতুন সৃষ্টি (বিদ'আতী) কাজ পরিহার করবে। কারণ প্রতিটি বিদ'আতই ভ্রষ্টতা।”^১ তিরমিযী বলেছেন: হাদীসটি হাসান সহীহ।

হুযাইফা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন: প্রতিটি এমন ইবাদাত, যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ ইবাদাত মনে করেননি, তোমরা উক্ত ইবাদাত করবে না। কেননা প্রথম যুগের মানুষেরা পরবর্তীদের জন্য কোন কথাই বাদ দেননি। সুতরাং হে কারী সম্প্রদায়, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথকেই গ্রহণ করো। আবু দাউদ এটি বর্ণনা করেছেন। দারিমী বলেছেন: আমাদেরকে হাকাম ইবনুল মুবারাক সংবাদ দিয়েছেন, তিনি বলেছেন: আমরা ইবন ইয়াহইয়া আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন, তিনি বলেছেন: আমি আমার পিতাকে তার পিতা হতে হাদীস বর্ণনা করতে শুনেছি, একদা আমরা আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদের দরজার কাছে বসেছিলাম ফজরের সালাতের পূর্বে, যখন তিনি বের হবেন আমরাও তার সাথে বের হব মসজিদের দিকে। এমন সময় আবু মুসা আল-আশআরী আমাদের কাছে আসলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন: আবু আব্দুর রহমান কি বের

^১ তিরমিযী, ইলম (২৬৭৬), আবু দাউদ, আস-সুন্নাহ (৪৬০৭), ইবন মাযাহ, ভূমিকা (৪৪), আহমাদ (৪/১২৬), দারিমী, ভূমিকা (৯৫)।

হয়েছেন? আমরা বললাম: না, তখন তিনিও আমাদের সাথে বসলেন। যখন তিনি বের হলেন, তখন বললেন: হে আবু আব্দুর রহমান, নিশ্চয় আমি মসজিদে এমন একটি কাজ দেখেছি, যা আমি অপছন্দ করেছি, তবে আল-হামদুলিল্লাহ আমি তাতে ভালো ছাড়া খারাপ কিছু দেখিনি। তখন তিনি বললেন: সেটা কী? তখন তিনি (আবু মূসা আশ'আরী) বললেন: আপনি মসজিদে গেলে তাদেরকে দেখতে পাবেন। তারপর তিনি বললেন: আমি মসজিদের মধ্যে দেখেছি একটি সম্প্রদায়কে যারা গোল হয়ে বসে সালাতের জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের প্রত্যেকটি চক্রের মধ্যে একজন লোক রয়েছে এবং তাদের হাতে কিছু পাথর রয়েছে, আর সে বলছে: তোমরা সকলে ১০০ বার আল্লাহ্ আকবার বলো, তখন তারা আল্লাহ্ আকবার বলছে। তখন সে আবার বলল: তোমরা ১০০ বার লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ বলো, তখন তারা ১০০ বার লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ বলল। তারপর সে বলল: তোমরা ১০০ বার সুবাহানাল্লাহ বলো, তখন তারা ১০০ বার সুবাহানাল্লাহ বলল। তিনি বললেন: তুমি তাদেরকে কী বলেছো? তিনি জবাব দিলেন: আমি তাদেরকে কিছুই বলিনি; কারণ আমি আপনার আদেশের অপেক্ষায় ছিলাম। তিনি বললেন: তুমি কি তাদেরকে এই আদেশ করনি যে, তারা যেন তাদের মন্দ কাজগুলিকে গুনে রাখে, আর তাদেরকে নিশ্চয়তা দাওনি যে, উক্ত কাজ তাদের ভালো কাজকে ধ্বংস করবে না? তারপরে কিছু সময়

অতিবাহিত হল আর তিনি উক্ত মজলিসগুলোর কাছে এসে উপস্থিত হলেন, আর বললেন: এটা কী? তারা বলল: পাথর, আমরা এটার মাধ্যমে তাকবীর, তাহলীল এবং তাসবীহ গণনা করে থাকি। তিনি বললেন: তোমরা বরং তোমাদের মন্দ কাজগুলোকে গুনে রাখ, আর আমি এ ব্যাপারে দায়িত্ব নিচ্ছি যে, তোমাদের ভালো কাজগুলো থেকে কিছুই নষ্ট করা হবে না। হে উম্মাতে মুহাম্মদ, তোমাদের উপরে আফসোস, তোমাদেরকে কোন জিনিস এত দ্রুত ধ্বংস করে দিল? তোমাদের নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা এখনও পর্যাপ্ত পরিমাণে বেঁচে রয়েছেন। এটা হচ্ছে তার কাপড়, যা এখনো ভিজে যায়নি। এবং তার পানপাত্রগুলোও এখনো ভেঙে যায়নি। ঐ সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! তোমরা কী এমন এক মিল্লাতের উপর রয়েছো যা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিল্লাত হতে অধিকতর হিদায়াতপ্রাপ্ত নাকি তোমরা গোমরাহীর পথকে উন্মুক্ত করছো? তখন তারা বলল: হে আবু আব্দুর রহমান! আমরা এটার দ্বারা ভালো ছাড়া অন্য কিছু আশা করিনি। তিনি বললেন: কত ভালো কাজের আশা পোষণকারী ভালো স্পর্শ করতে পারেনি। নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন যে, একটি সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে, যারা কুরআন তেলাওয়াত করবে; কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালীকে অতিক্রম করবে না। আল্লাহর কসম! তাদের অধিকাংশ লোকই

তোমাদের মধ্য থেকেই মনে হয়। তারপর আবু
সালামাহ বলেন: আমরা তাদের (প্রায়) সকলকেই
দেখেছি নাহরাওয়ানের দিনে খারেজীদের সঙ্গে মিলে
আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে।

সূচিপত্র

ইসলামের ফজিলত	2
অধ্যায়: ইসলাম গ্রহণ করা ওয়াজিব।.....	2
অধ্যায়: ইসলামের ব্যাখ্যা	5
অধ্যায়: আল্লাহর তা'আলার বাণী: “আর যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন অন্বেষণ করবে, তার কাছ থেকে তা কখনোই গৃহিত হবে না।”	7
অধ্যায়: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যকে যথেষ্ট ভেবে বাকিসব কিছু বাদ দেওয়া ওয়াজিব।.....	9
অধ্যায়: ইসলামের দাবী থেকে বের হওয়া বিষয়ে যা কিছু এসেছে	10
অধ্যায়: ইসলামের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করা ও তা ছাড়া সব কিছু পরিত্যাগ করা ওয়াজিব হওয়া	12
অধ্যায়: বিদ'আত কবীরা গুনাহ হতেও বেশী মারাত্মক, এ প্রসঙ্গে যা বর্ণিত হয়েছে.....	15
অধ্যায়: আল্লাহর বাণী: “হে আহলে কিতাবগণ! তোমরা কেন ইবরাহীমের ব্যাপারে বিতর্কে লিপ্ত হও।”	18
অধ্যায়: আল্লাহ তা'আলার বাণী: “অতএব তুমি একনিষ্ঠ হয়ে দীনের জন্য নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখ।”	20
অধ্যায়: ইসলামের অপরিচিত হওয়া ও অপরিচিত অনুসারীদের মর্যাদা সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে.....	31
অধ্যায়: বিদ'আত হতে সতর্ককরণ.....	36